MANBHUM MAHAVIDYALAYA

(ACCREDITED BY NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL)
(AFFILIATED TO THE SIDHO-KANHO-BIRSHA UNIVERSITY)
VirGanganarayan Road
P.O:- MANBAZAR * DIST:- PURULIA * Pin-723131(West Bengal)
Phone & Fax No: (03253) 255632
Email:mb_college@rediffmail.com

Ref.No. *Date:* 18/02/2024

নোটিস

মানভূম মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বুধবার মানবাজার গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্যকর্মীরা কলেজের ক্যাম্পাসে আসবেন এবং দুপুর ১২টা থেকে কলেজের সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে **সম্পূর্ণ বিনামূল্যে** লিম্ফেটিক ফাইলেরিয়া রোগের প্রতিষেধক ঔষধ দেবেন। এই রোগ এবং তার সমস্যা বিষয়ে তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের অবহিতও করবেন। এই ঔষধ দেওয়া হবে মাস ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (MDA) ২০২৪ প্রকল্পের আওতায়।

এই সংক্রান্ত একটি নোটিস এর আগে ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ কলেজ থেকে জারি করা হয়েছিলো, তার ভিত্তিতে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সোমবার বহু ছাত্রছাত্রী কলেজের ক্যাম্পাসে এসে প্রতিষেধক ঔষধ গ্রহণ করেছে। কিন্তু, জরুরি হলো এই যে সব ছাত্রছাত্রীকেই এই প্রতিষেধক ঔষধ গ্রহণ করতে হবে, নয়তো একটি অঞ্চল থেকে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দূর করা যাবে না। তাই, যে সব ছাত্রছাত্রী ১২ ফেব্রুয়ারি এই প্রতিষেধক ঔষধ গ্রহণ করোনি, তারা সবাই মিলে ২১ ফেব্রুয়ারি কলেজের ক্যাম্পাসে এসে অবশ্যই এই ঔষধটি গ্রহণ করবে।

এই রোগ এবং তার প্রতিষেধক ঔষধ বিষয়ে যে প্রশ্নগুলি সচরাচর সবার মনে আসে, সেই প্রশ্নগুলির উত্তর হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয়েছে। সেই প্রশ্নোত্তরগুলি পরের পাতাগুলিতে দেওয়া রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা এই প্রশ্নোত্তরগুলি প'ড়ে নিতে পারো।

Tarun Kr. Ghosh
DR. TARUN KUMAR GHOSH
Principal
Manbhum Mahavidyalaya

Principal
Manbhum Mahavidyalaya
Manbazar, Purulia

ফাইলেরিয়া রোগটি কীভাবে ছড়ায় ?

ফাইলেরিয়া রোগটি হয় এক ধরনের কৃমি থেকে। পূর্ণবয়স্ক এই কৃমি আক্রান্ত ব্যক্তির লসিকাবাহ বা লসিকা গ্রন্থির মধ্যে বাস করে। স্ত্রী কৃমি বিপুল সংখ্যায় বাচ্চার জন্ম দেয়। বাচ্চাগুলিকে বলা হয় অণু কৃমি বা মাইক্রোফাইলেরিয়া। এরা রক্তের মধ্যে চলে আসে এবং চামড়ার নীচের রক্তনালীর মধ্য দিয়ে (বিশেষ করে রাতে) রক্তস্রোতের সঙ্গে ভেসে বেড়ায়। বাহক প্রজাতির কিউলেক্স মশা যখন কোনও আক্রান্ত ব্যক্তিকে কামড়ে তার রক্ত খায়, তখন রক্তের সঙ্গে কিছু অণু কৃমিও মশার দেহে চলে আসে। মশার দেহে অণু কৃমি বিকাশ লাভ করে এবং ১০-১২ দিনের মধ্যে সংক্রামক অবস্থায় পৌঁছে যায়। তখন যদি ঐ মশা কোনও মানুষকে কামড়ায়, তবে তার শরীরে অণু কৃমি ঢুকে পড়ে। সেখানে তাদের আরও পরিণতি ঘটে এবং বৃদ্ধি পেয়ে তারা পূর্ণাঙ্গ কৃমি হয়।

ফাইলেরিয়ার ওষুধ খেলে কী উপকার পাওয়া যাবে ?

ফাইলেরিয়ার ওষুধ যদি সবাই খান, তাহলে তিনটি উপকার হবে।

প্রথম লাভ । কারও শরীরে যদি ফাইলেরিয়ার কৃমি থাকে, তবে ওই কৃমির থেকে বহু সংখ্যায় বাচ্চার সৃষ্টি হতে থাকে (অণু কৃমি বা মাইক্রোফাইলেরিয়া)। ফাইলেরিয়ার ওষুধ রক্তে মিশে গিয়ে বাচ্চাগুলিকে মেরে ফেলে। তার ফলে মশা ওই ব্যক্তির রক্ত খেলেও কোনও বাচ্চা কৃমি আর মশার দেহে যায় না। কাজেই ফাইলেরিয়া রোগটিও আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে নতুন কারও শরীরে ছড়ানোর আশঙ্কা থাকেনা। আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারের অন্য সদস্যরা বা প্রতিবেশীরা অসুখটি থেকে রক্ষা পান।

দ্বিতীয় লাভ। ফাইলেরিয়ার দুই রকম ওষুধ (ডিইসি এবং অ্যালবেডাজোল) একসঙ্গে খাওয়ার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে বাস করা পূর্ণবয়স্ক কৃমিগুলিও অনেক ক্ষেত্রেই মারা যায়। ফলে ওই ব্যক্তির রোগটিও আর বাড়তে পারে না। আক্রান্ত ব্যক্তি গোদ হওয়া থেকে নিস্তার পান।

তৃতীয় লাভ। ওষুধ খাওয়ার ফলে পূর্ণবয়স্ক কৃমিগুলি যদি মারা না-ও যায়, তাহলেও তারা অন্ততঃ কাবু হয়ে যায়। তারা আর বাচ্চার জন্ম দিতে পারে না। সুতরাং পরবর্তী কালেও আর বাচ্চা কৃমির সৃষ্টি হয় না। রোগটি ছড়াবার ভয় থাকে না।

ফাইলেরিয়ার ওষুধ কেন সবাইকে খেতে বলা হচ্ছে ?

ফাইলেরিয়ার কৃমি শরীরে বাসা বাঁধলেও ৫-৬ বছরের আগে কিন্তু গোদ বা একশিরা জাতীয় লক্ষণগুলি দেখা দেয় না। ফলে কার দেহে কৃমি আছে আর কার দেহে নেই - তা ওই অবস্থায় বোঝা যায় না। যে মানুষকে দেখে সুস্থ স্বাভাবিক লাগছে, তার শরীরেও কিন্তু ফাইলেরিয়ার কৃমি থাকতে পারে। তাই সবারই উচিত- এমডিএ (মাস ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) কর্মসূচীর সময় ফাইলেরিয়ার ওষুধ খাওয়া। কৃমি না থাকলেও এই ওষুধ খাওয়া যায়। এই ওষুধের কোনও ক্ষতিকর প্রভাব নেই।

এলাকার সবাই যদি একই দিনে ফাইলেরিয়ার ওষুধগুলি না খান, তবে যাঁরা খাবেন না সে রকম কিছু লোকের শরীরে ফাইলেরিয়ার বাচ্চা কৃমি রয়ে যাবে। তাঁদের থেকে রোগটি আবার ছড়াতে পারে। তাই সকলে একই দিনে ওষুধ খেলে তবেই ওই এলাকা ফাইলেরিয়া রোগ মুক্ত হবে।

যার গোদ বা একশিরা রয়েছে, সে এই ওষুধ খেলে কি তার রোগ সেরে যাবে ?

ফাইলেরিয়ার কারণে যদি গোদ বা একশিরা হয়, তবে তা দেখা দেয় রোগ সংক্রমণের অন্ততঃ ৫ বছর পরে। ততদিনে দেহের আক্রান্ত অংশের লসিকাবাহ বুজে যায় এবং বিকৃত হয়ে যায়। সুতরাং সেই অবস্থায় আর ওষুধ খেয়ে রোগ সারবে না। তখন চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন হবে অপারেশনের।

এখানে আর একটি কথা বলে রাখা দরকার। গোদের জন্য এমন কতগুলি সাধারণ পরিচর্যা পদ্ধতি রয়েছে, যেগুলি নিজে নিজে বাড়ীতেই করা যায়। গোদের রোগী যদি নিয়মিতভাবে আক্রান্ত অংশের পরিচর্যা করেন, তাহলে ফোলা আর বেশি বাড়বে না এবং পরবর্তী জটিলতাও প্রতিরোধ করা যাবে। স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে পদ্ধতিগুলি জেনে নেবেন।

ফাইলেরিয়ার ওষুধ কি সবাই খেতে পারে ?

হ্যাঁ। প্রায় সকলেই এই ওষুধ খেতে পারেন। কেবল দুই বছরের কম বয়সী বাচ্চা এবং গর্ভবতী মহিলারা এই ওষুধ খাবেন না। এছাড়া বাদ থাকবেন গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তি এবং অত্যন্ত বৃদ্ধ শয্যাশায়ী ব্যক্তিরা। কোনও অসুখে ভুগছে এমন কারওকে ওষুধ খাওয়াবেন কি না তা নিয়ে যদি দ্বিধা থাকে, তবে সুপারভাইজার অযথা ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করে নি। সামান্য অসুস্থতার জন্য কারওকে বাদ দেবেন না।

এই ওষুধ খেলে কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় কি ?

ফাইলেরিয়ার ওষুধগুলি যথেষ্ট নিরাপদ। রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর এই ওষুধ খান। খুব কম জনেরই সামান্য কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়। মূলতঃ যাদের শরীরে অণু কৃমি রয়েছে, ওষুধ খাওয়ার ফলে সেগুলি মরে গিয়ে কিছু উপসর্গ দেখা দেয়। সেদিক থেকে দেখলে উপসর্গগুলি ওষুধের কার্যকারিকতার লক্ষণ। এই লক্ষণগুলির হল - বমি বা গা-বমি ভাব, মাথায় ব্যথা, সামান্য মাথা ঘোরা, গা ব্যথা, অল্প জ্বর এং অ্যালার্জি। এর মধ্যে কোনও-কোনওটি অল্প কয়েক জনের ক্ষেত্রে হতে পারে। কিন্তু এইবার উপসর্গ একেবারেই সাময়িক। এর প্রতিকারের ওষুধ স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে পাওয়া যায় এবং সামান্য ওষুধেই কষ্টগুলি দূর হয়ে যায়। সুতরাং প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে ফাইলেরিয়ার মতো খারাপ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার সুযোগ ছাড়া মোটেই উচিত নয়। একটি কথাই খেয়াল রাখবেন - খালি পেটে ওই ওষুধ খাবে না।

বয়স ভিত্তিক ফাইলেরিয়ার ওষুধ সেবনের মাত্রা

বয়স	ওষুধের নাম	ওষুধ সেবনের মাত্রা	ওষুধের নাম	ওষুধ সেবনের মাত্রা
২-৫ মাস	ডিইসি ট্যাবলেট (১০০ মিগ্রা)	১টি	অ্যালবেনডাজোল ট্যাবলেট (৪০০ মিগ্রা)	১টি
৬-১৪ বছর		২টি		১টি
১৫বছর ও উর্ধ্বে		৩টি		১টি

ওষুধ সেবনের নিয়মাবলী ঃ

১। দুই বছরের কমবয়সী শিশু, গর্ভবতী মহিলা, গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তি এবং অত্যন্ত বৃদ্ধ শয্যাশায়ী ব্যক্তি ছাড়া সকলকে ফাইলেরিয়া ওষুধ খাওয়াতে হবে।

২। স্বাস্থ্যকর্মীরা, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই ওষুধ খাওয়াবেন।

৩। ভরা পেটে এই দুইরকমের ওষুধই খাওয়াতে হবে।

৪। উপরোক্ত চার্ট অনুযায়ী বয়সভিত্তিক ওষুধের মাত্রা বজায় রাখতে হবে।

ফাইলেরিয়ার ওষুধ সেবন অত্যন্ত নিরাপদ। তবে এই ওষুধ খেয়ে কাও কারও কিছু সাময়িক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। যদি হয়, তা হলে উপশমের জন্য নিম্নলিখিত ওষুধ ব্যবহার করুন ঃ

		ওষুধ সেবনের মাত্রা (বয়সভিত্তিক)		
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া	ওষুধের নাম	২-৫ বছর	৬-১৪ বছর	১৫ বছর ও উর্ধ্বে
বমি বা গা-বমি ভাব	অ্যান্টিএমিটিক ট্যাবলেট	১/৩	১/২ থেকে ৩/৪	১
অল্প জ্বর, মাথা ধরা	প্যারাসিটামল ট্যাবলেট	১/৩	১/২ থেকে ৩/৪	১
অ্যালার্জি	অ্যান্টিহিস্টামিন ট্যাবলেট	১/৩	১/২ থেকে ২/৩	১

রাষ্ট্রীয় ভেক্টরজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত।